মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯

(১৯৩৯ সনের ৮ নং আইন)

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পাইবার কারণসমূহ

৩। স্বামীর হদিস জানা না থাকিলে স্বামীর ওয়ারিশগণ বরাবর নোটিশ জারি

৪। অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হইবার ফলাফল

৫। দেন মোহরের অধিকার কার্যকর থাকিবে

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯

(১৯৩৯ সনের ৮ নং আইন)

[১৭ মার্চ, ১৯৩৯]

মুসলিম আইন মোতাবেক বিবাহিত নারী কর্তৃক দায়েরকৃত বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা সংক্রান্ত মুসলিম আইনের বিধিবিধান সংহত ও সুস্পষ্টকরণ এবং বিবাহিত মুসলিম নারী কর্তৃক বিবাহোত্তর ধর্মত্যাগের ফলাফল সম্পর্কিত সন্দেহ দূরীভূতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু মুসলিম আইন মোতাবেক বিবাহিত নারী কর্তৃক দায়েরকৃত বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা সংক্রান্ত মুসলিম আইনের বিধিবিধান সংহত ও সুস্পষ্ট করা এবং বিবাহিত মুসলিম নারী কর্তৃক বিবাহোত্তর ধর্মত্যাগের ফলাফল সম্পর্কিত সন্দেহ দূরীভূত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র [১][বাংলাদেশে] প্রযোজ্য হইবে।

২। বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পাইবার কারণসমূহ।- মুসলিম আইন মোতাবেক বিবাহিত কোনো নারী নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পাইবার অধিকারী হইবে, যথা:-

(ক) তাহার স্বামী চার বৎসর যাবৎ নিরুদ্দেশ থাকিলে;

(খ) তাহার স্বামী দুই বৎসর যাবৎ তাহাকে ভরণপোষণ প্রদান না করিলে অথবা ভরণপোষণ প্রদানে গাফিলতি করিলে;

[২][(খক) তাহার স্বামী মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর বিধানাবলি লঙ্ঘন করিয়া আরও একজন স্ত্রী গ্রহণ করিলে];

(গ) তাহার স্বামী সাত বা ততোধিক বৎসরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইলে;

(ঘ) তাহার স্বামী যথাযথ কারণ ব্যতীত, তিন বৎসর যাবৎ তাহার বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে;

(ঙ) তাহার স্বামী বিবাহ সম্পাদনের সময়ে এবং অদ্যাবধি যৌন সহবাসে অক্ষম থাকিলে;

(চ) তাহার স্বামী দুই বৎসর যাবৎ উন্মাদ, অথবা কুষ্ঠরোগ বা কোনো তীব্র যৌনরোগে আক্রান্ত হইলে;

---

[১] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা "পাকিস্তান" শব্দটির পরিবর্তে 'বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[২] মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৮ নংআইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা দফা (খক) সন্নিবেশিত।

(ছ) তাহার পিতা অথবা অন্য কোনো অভিভাবক কর্তৃক তাহার [১][আঠার বৎসর] বয়স হইবার পূর্বে তাহাকে বিবাহ প্রদান করিয়া থাকিলে, এবং [২][উনিশ বৎসর] বয়স হইবার পূর্বে তিনি উক্ত বিবাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া থাকিলে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাহোত্তর যৌন সহবাসের মাধ্যমে বিবাহের সম্পূর্ণতা হয় নাই;

(জ) তাহার স্বামী তাহার প্রতি নিম্নরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, যথা:-

(অ) প্রায়শই তাহাকে নিপীড়ন অথবা নিষ্ঠুর আচরণের মাধ্যমে তাহার জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলেন, যদিও বা উক্ত নিষ্ঠুর আচরণ সর্বদা শারীরিক নির্যাতনে রূপ নেয় না; অথবা

(আ) তিনি বেপরোয়া জীবনযাপন করেন বা দুর্নামগ্রস্ত নারীদের সহিত ওঠাবসা করিয়া থাকেন; অথবা

(ই) তাহাকে অনৈতিক জীবনযাপনে বাধ্য করেন; অথবা

(ঈ) তাহার সম্পত্তি নষ্ট করেন বা সম্পত্তিতে তাহার নিজস্ব আইনগত অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান করেন; অথবা

(উ) তাহার ধর্ম চর্চা বা পালনে বাধাদেন; অথবা

(ঊ) একাধিক স্ত্রী থাকিলে, তাহাদের সহিত কোরানের অনুশাসন অনুসারে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেন না;

(ঝ) এছাড়া অন্য যেকোনো কারণে যাহা মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে:

তবে শর্ত থাকে যে-

(অ) শাস্তি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত দফা (গ) এ উল্লিখিত কারণের ক্ষেত্রে ডিক্রি অনুমোদিত হইবে না;

(আ) দফা (ক) এ উল্লিখিত কারণে ডিক্রি জারি হইয়া থাকিলে, উক্ত ডিক্রি জারির তারিখ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বলবত হইবে না, এবং যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার স্বামী নিজে আদালতে হাজির হইয়া অথবা তাহার কোনো প্রতিনিধি কর্তৃক আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, তিনি তাহার বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত, তাহা হইলে আদালত উক্ত ডিক্রি বাতিল করিবেন; এবং

(ই) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত কারণে ডিক্রি জারির পূর্বে আদালত স্বামী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, এই মর্মে আদেশ জারি করিবেন যে, উক্ত আদেশের আদেশ জারির এক বৎসরের মধ্যে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে যে, তিনি আর যৌন সহবাসে অক্ষম নাই, এবং স্বামী আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, উক্ত কারণে আর কোনো ডিক্রি জারি হইবে না।

---

[১] মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা "ষোল বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আঠার বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা "আঠার বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে "উনিশ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৩। স্বামীর হদিস জানা না থাকিলে স্বামীর ওয়ারিশগণ বরাবর নোটিশ জারি।- ধারা ২ এর দফা (ক) এর বিধান প্রযোজ্য এইরূপ কোনো মামলায়,-

(ক) মামলা দাখিলের তারিখে স্বামী মৃত হইয়া থাকিলে যাহারা উত্তরাধিকারি হইতেন, তাহাদের নাম আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে;

(খ) উক্ত ব্যক্তিদের মামলার নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; এবং

(গ) উক্ত ব্যক্তিদের মামলায় শুনানি করিবার অধিকার থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বামীর চাচা বা ভ্রাতা থাকিলে তাহাদের পক্ষ হিসাবে ধরা হইবে, যদিওবা তাহারা ওয়ারিশান না হইয়া থাকেন।

৪। অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হইবার ফলাফল।- কোনো বিবাহিত মুসলিম নারী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া থাকিলে, ত্যাগপূর্বক অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হইলে, উহার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবাহের অবসান ঘটিবে না: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ধর্ম ত্যাগ বা ধর্মান্তরের পর উক্ত নারী ধারা ২ এ উল্লিখিত যেকোনো কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পাইবার অধিকারী হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, অন্য কোনো ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোনো নারী যদি পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করিয়া স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে তাহার ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৫। দেন মোহরের অধিকার কার্যকর থাকিবে।- এই আইনে উল্লিখিত কোনো কিছুই বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনে বিবাহিত নারীর দেনমহর বা তৎসংক্রান্ত অন্য কোনো অধিকার খর্ব করিবে না।